দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 0 6 JUL 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির অবসান হতে যাচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ নানা কল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চাপিয়ে দেয়া বিকৃত ইতিহাস পাল্টে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী শিক্ষাবর্ষের বইয়ে বর্তমান বিকৃত ইতিহাস পরিবর্তন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করে বই ছাপানোর জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) নির্দেশ দিয়েছে। সংশোধিত ইতিহাস অনুযায়ী নতুন পাঠ্যবইয়ে জোট

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য সংযোজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সরকারের বানানো বিকৃত ইতিহাসের বদলে বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হবে। তেমনি ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র অনুযায়ী স্বাধীনতার ঘোষণাসহ অন্যান্য সঠিক ইতিহাস

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস

(প্রথম পাতার পর)

সংযোজন করা হবে। মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তি হিসেবে যাঁর যতটুকু অবদান ততটুকুই ছাপা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জোবায়দার পাশাপাশি মাধ্যমিকের দায়িত্বে) হুমায়ুন খালিদ জনকণ্ঠকে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে, পাঠ্যবইয়ে বিকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, এনসিটিবি যেভাবে সঠিক ইতিহাস সংশোধন করেছে এবং যে যে বইয়ে তা সংযোজনের কথা বলেছে সেভাবে করার জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ ফারুক জনকণ্ঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার কথা স্বীকার করে বলেছেন, কমিটি অনুযায়ী যে সংশোধিত ইতিহাস ঠিক করা হয়েছে সে অনুযায়ী বই ছাপা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সংশোধিত ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এবং স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যাপারে ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র অনুযায়ী ছাপা হবে। তিনি জানান, তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে নবম শ্রেণীর বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতিসহ যেসব বইয়ে বিকৃত ইতিহাস রয়েছে সেগুলো পরিবর্তন করে সঠিক ইতিহাস ছাপা হবে।

দেশের সংবিধান সংশোধনযোগ্য হলেও স্বাধীনতার ঘোষণা কোন রকম পরিবর্তনযোগ্য নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা হচ্ছে একটি দেশের মূল ভিত্তি ও মৌলিক বিষয় যা অপরিবর্তনযোগ্য, অসংশোধনযোগ্য। অথচ এক রকম জোর করে মহান স্বাধীনতার ইতিহাস, তিন দশকের সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পাঠ্য বইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাকে পাল্টে ফেলে বিদায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ক্ষমতায় আসার পর পরই তড়িঘড়ি সংশোধন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, সমাজ, ইতিহাস ও পৌরনীতির বইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেও সেটি বাদ দিয়ে জিয়াকে বানানো হয় স্বাধীনতার ঘোষক। শুধু তাই নয়, পাঠ্যপুস্তকে দেশের পাঁচ জাতীয় নেতার মধ্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানকে 'সর্বকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সফল রাষ্ট্রপতি' হিসাবে উর্ধে তুলে ধরার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ও অঠোর সমালোচনা করা হয়েছে বাঙালী জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মতো নেতাও জিয়ার মতো বইয়ে স্থান পাননি।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে জিয়ার জীবনীতে লেখা হয় প্রতিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি (জিয়া) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং আমার বাংলা বইয়ে মুছে ফেলা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি। বইয়ের পাতা থেকে উধাও 'জাতির জনক' অভিধা। ২০০৫ সাল পর্যন্তও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'বাংলার ইতিহাস ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়'। বিএনপির শেষ বছরে এই অধ্যায়টি ভেঙে 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' নামে নতুন আরেকটি অধ্যায় সংযোজন হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এ সময় ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ২-১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল আনজুমাকে গ্রেফতার করেন এবং ব্যাটালিয়নের সমস্ত বাঙালী অফিসার, জেসিও ও জওয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। .....জাতির সেই অসহায় মুহূর্তে মেজর জিয়ার এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রথম দেশের মানুষ জানতে পারে বাঙালী সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে'।

অথচ আগের বইয়ে ছিল—'গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয়ে যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা প্রচার করেন।' এই বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।' এই দেবার সঙ্গে ঐতিহাসিক সেই জনসভার একটি ছবিও ছিল বইয়ে। কিন্তু ২০০৫ সালের পর বিএনপির ইতিহাস বিকৃতির পর এই বিষয়টি ছাপা হয়েছে এভাবে—'১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।' এই একটিই মাত্র লাইন ব্যবহার করা হয়েছে ৭ মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে। অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকেও জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার মহানায়ক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এভাবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর বিভিন্ন বইয়ে নানা কৌশলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে প্রগতিশীল এবং মুক্তমনা মানুষদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হলেও জোট সরকার তাতে কোন কর্ণপাত না করে বরং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র পাল্টে সেখানে থেকে আরও নতুন নতুন বিকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করে। এতে কোমলমতি শিশু-কিশোররা শিখছে সেই বিকৃত ইতিহাস।

বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঠ্যবইয়ের বিকৃত ইতিহাস পাল্টে সঠিক ইতিহাস সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি এ নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর অবশেষে বুধবার বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আগামী শিক্ষা বর্ষের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ছাপাতে এনসিটিবিকে নির্দেশ দিয়েছে। এর মাধ্যমে সকল বিতর্কের অবসান হবে বলে মনে করছেন অনেকে।